যায়যায়দিন

তারিখ 6 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

রুয়েটে ছাত্রলীগের ভাংচুর : প্রধান প্রকৌশলীর অপসারণ দাবি

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট) প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে ব্যাপক ভাংচুর চালিয়েছে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠন।

সোমবার বিকাল ৫টার দিকে ছাত্রলীগের প্রায় অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী এ ভাংচুরে অংশ নেন। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে মঙ্গলবারের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী অধ্যাপক সফি উদ্দিন মিয়াকে অপসারণের সময় সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে।

ভাংচুরের স্থান পরিদর্শন করে মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সানাউল হক যায়যায়দিনকে বলেন, বিকালে ছাত্রলীগের নেতা তুষারের নেতৃত্বে প্রায় অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী রুয়েটের প্রধান প্রকৌশলী সফি উদ্দিন মিয়ার দপ্তরে যান। সেখানে তারা তার পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলীর দেখা না পেয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ভাংচুর চালিয়ে জানালার কাচ-কাগজপত্র তছনছ করে। তবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কোনো মামলা করা হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি করেন এ পুলিশ কর্মকর্তা।

ভাংচুর ও প্রধান প্রকৌশলীকে অপসারণ করার কথা স্বীকার করে উপাচার্য অধ্যাপক সিরাজুল করিম চৌধুরী যায়যায়দিনকে বলেন, বিকালে তার কাছে প্রায় অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী এসে প্রধান প্রকৌশলীকে মঙ্গলবারের মধ্যে অপসারণের দাবি করে যায়। যদি অপসারণ না করা হয়,

ভাংচুর : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ভাংচুর : রুয়েটে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তাহলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে বলে ওই শিক্ষার্থীরা হুমকি দেয়।

তিনি বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই একটি মহল রুয়েটকে অস্থিতিশীল করার পাঁয়তারা করে আসছে। কোনো ধরনের কারণ ছাড়ায় ওই মহলটি ছাত্র সংগঠনের শিক্ষার্থীদের লেলিয়ে দিয়ে বিভিন্নভাবে তাদের কার্যোদ্ধার করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকছে।

প্রধান প্রকৌশলীকে অপসারণ করবেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, এর আগে অনেক হুমকি দিয়েছে তারা। কিন্তু তিনি যৌক্তিক কারণ ছাড়া কোনো কিছু করতে পারেন না। তবে বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার শিক্ষকদের সঙ্গে বসবেন।

তবে ক্যাম্পাসের একটি সূত্র দাবি করেছে, মঙ্গলবার গ্লাস আন্ড সিরামিক ভবনের ৬ কোটি টাকার টেন্ডার ও ৮ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হলের প্রায় কয়েক কোটি টাকার টেন্ডার হওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমান প্রকৌশলী ছাত্রলীগের সমর্থিত প্রার্থীদের কোনো টেন্ডার দেন না বলে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে বলে ওই সূত্রে দাবি করা হয়।

রুয়েটের ছাত্রলীগের আহ্বায়ক সুরুল-অর-রশিদ বলেন, ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা আবাসিক হলের সামনে তার একটি প্রতিকৃতি স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিন থেকে করে আসা হচ্ছিল। তারা প্রধানমন্ত্রীর গত জন্মদিনে (২৮ সেপ্টেম্বর) ওই প্রতিকৃতি উন্মোচনের আশা করেছিলেন কিন্তু প্রধান প্রকৌশলী তা করেননি।

সুরুল আরো অভিযোগ করেন, অধ্যাপক সফি উদ্দিন মিয়া অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করছেন। এজন্য তিনি ঠিকমতো ক্লাসে আসেন না। কিংবা শিক্ষার্থীরা তার কাছে কোনো সমস্যা নিয়ে গেলে তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেন না। তার বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম আর দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাই সোমবার ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তাকে অপসারণের দাবি করা হয়। তবে ভাংচুর করা হয়নি বলে দাবি করেন ছাত্রলীগের এ নেতা।

প্রধান প্রকৌশলী সফি উদ্দিন মিয়ার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।